উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ JS

দীনদয়াল জন্মজয়ন্তী

শনিবার কিশনগঞ্জের পুরবপালির গোশালা চত্বরে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী পালিত হল বিজেপির উদ্যোগে। এদিন গোশালা চত্বরে বৃক্ষরোপণ ও মতিলাল বালিকা মিডল স্কুলের পড়ুয়াদের মধ্যে চকোলেট বিলি করা হয়।

স্বপ্ন সফল ফেরিওয়ালা ও ব্যবসায়ী পুত্রের

অরুণ ঝা ও শক্তিপ্রসাদ জোয়ারদার

ইসলামপুর ও কিশনগঞ্জ, ২৫ সেপ্টেম্বর : সালটা ২০১৪। আইআইটি দিল্লিতে পড়াশোনার সুযোগ পেয়ে অনিল বসাক প্রথমবারের মতো পরিবারের লোকজনদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই তাক লাগানো ব্যাপারটা তাঁর সাফল্যের একটা প্রথম ধাপই ছিল, বলা যায়। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পড়তেই ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (ইউপিএসসি) প্রস্তুতি নেওয়ার সময় তিনি যে একদিন ভারতের অন্যতম কঠিন এই পরীক্ষায় প্রথম ৫০-এ স্থান করে নেবেন, সরাসরি আইএএস অফিসার হওয়ার স্বপ্ন যে বাস্তব হবে, সেটা হয়তো আগে কখনও ভাবেননি। পরীক্ষায় অনিলের র‍্যাংক ৪৫। অনিলের মতোই ইসলামপুরের মহম্মদ মঞ্জর হুসেন অঞ্জুম (প্রিন্স) ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ১২৫ র‍্যাংক করে শহরে সাড়া ফেলেছেন।

২৪ সেপ্টেম্বর ফলাফলের দিকে তাকিয়ে নিজের চোখকে অনিল যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। বিহারের কিশনগঞ্জের বাসিন্দা অনিল বলেন, 'প্রতিকূল পরিস্থিতিই আমাকে প্রতি মুহূর্তে আমার লক্ষ্য পূরণে প্রেরণা জুগিয়েছে।'

অনিল অত্যন্ত সাধারণ একটা পরিবার থেকে উঠে আসা ছেলে। তাঁর বাবা বিনোদ বসাক বাজারে রেডিমেড কাপড় ফেরি করে বেড়ান। মা মঞ্জু বসাক সাধারণ গৃহবধূ। তাছাড়া বাড়িতে আরও তিন ভাই রয়েছে তাঁর। বছর ২৬-এর অনিল বলেন, 'বাবাকে কুর্নিশ। সামান্য হকারি করেই তিনি সংসারের হাল ধরে রেখেছেন। একসময় কাজের জন্য রাজস্থানেও ছুটে গিয়েছেন। অনেক কষ্টে তিনি একার হাতে কাপড়ের ছোট

অনিল বসাক

মহম্মদ মঞ্জর হুসেন অঞ্জুম

ব্যবসাটাকে দাঁড় করিয়েছেন।' এই পরিস্থিতিতে নিজেকে একটা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা অনিলের কাছে শুধু প্রয়োজনই ছিল না, চ্যালেঞ্জও ছিল।

সেই ফেরিওয়ালা বাবার ছেলে আজ ভাবী আইএএস অফিসার। তবে অনিলের ইউপিএসসি জয়ের লড়াই এটাই প্রথম নয়। এর আগেও দু'বার তিনি এই লড়াইয়ে নেমেছেন। ২০১৮-তে প্রথমবারের জন্য সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসেছিলেন। কিন্তু সাফল্য মেলেনি। প্রাথমিক পর্বেই ছিটকে যান তিনি। অনিলের কথায়, '২০১৬-'১৮ সালে আমি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি। তবুও সাফল্য মেলেনি। হয়তো সঠিক পরিকল্পনা না থাকাতেই এমনটা হয়েছিল।' সাফল্য এল পরের বারের পরীক্ষায়। সিভিল সার্ভিসে অনিল ৬১৬ র‍্যাংক করলেন। আইআরএস ক্যাডারও পেলেন। কিন্তু লক্ষ্যপূরণ যে তখনও বাকি ছিল। শেষমেশ তৃতীয়বারের চেষ্টায় কেল্লা ফতে।

অন্যদিকে, প্রয়াত বাবার স্বপ্নপূরণ করতেই বছর ৩০-এর মহম্মদ মঞ্জর হুসেন অঞ্জুমের মাথায় ইউপিএসসি জয়ের জেদ চেপে বসেছিল। আইআইটি কানপুর থেকে এমটেক পাশ করে প্রিন্স চাকরি শুরু করেন। কিন্তু বাবা মহম্মদ মসলুদ্দিনের স্বপ্ন ছিল ছেলেকে আইএএস অফিসার হিসেবে দেখার। বাবার সেই স্বপ্নপূরণ করতেই প্রিন্স চাকরি ছেড়ে ইউপিএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতিতে লেগে পড়েছিলেন। ২০১২ সালে প্রিন্সের বাবা মারা যান। তিনি পাট ব্যবসায়ী ছিলেন। প্রিন্সরা তিন ভাই এক বোন। প্রিন্স সবার বড়। দু'ভায়ের মধ্যে জিসান আলি পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। আরেক ভাই ইফতিকার হুসেন এমবিবিএস পাশ করেছেন। ছোট বোনটিও এবার ডাক্তারি পড়ার জন্য নিট দিয়েছে। প্রিন্সের সাফল্যে তাঁর মা নিগাত সুলতানা যেন আনন্দ ধরে রাখতে পারছেন না। তাঁর কথায়, 'স্বামী মারা যাওয়ার পর চার সন্তানকে মানুষ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু উপরওয়ালা সহায় ছিলেন। তাঁর কৃপাতেই এই সাফল্য।'

ইসলামপুর শহরের চৌধিয়া এলাকার বাসিন্দা প্রিন্স ইসলামপুরের একটি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করে উচ্চশিক্ষার জন্য আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন। ২০১২ সালে এমটেক। তারপর চাকরি। প্রিন্স বর্তমানে ইসলামপুরে নেই। ফোনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'বাবার স্বপ্নপূরণ করতে পেরেছি, এটাই আমার আনন্দ।'

সন্তানকে ফিরে পেতে ব্যাকুল কুমারী মা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৫ সেপ্টেম্বর : প্রথমে লোকলজ্জার আতঙ্ক আর পরে একরাশ অনুতাপ। দুইয়ে মিলে জীবনের এক করুণ কাহিনী।

এই লোকলজ্জার ভয়েই কুমারী মা অন্যের হাতে নিজের সন্তানকে হাসপাতালে পাঠানোর পর এখন তাকে ফিরে পেতে ব্যাকুল। কিন্তু ততক্ষণে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চাইল্ডলাইনের মাধ্যমে শিশুটিকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি (সিডব্লিউসি)-র হাতে তুলে দেওয়ায় মায়ের মাথায় হাত। সবাই অবশ্য তাঁকে যতটা পারেন সাহায্য করতে চান। সন্তানকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য পুরোদমে চেষ্টা চলছে।

গল্পটা সিনেমার নয়, ১৯ বছর বয়সি এক যুবতীর। পরিচারিকা হিসাবে জয়গাঁর এক দম্পতির পরিবারে ছোট থেকে বেড়ে ওঠা। এই বয়সে প্রায় সবার জীবনেই কমবেশি প্রেম আসে। যুবতীর জীবনেও এসেছিল। এক যুবককে ভালোবাসার সুবাদে অন্তঃসত্ত্বা হওয়া। এই অবস্থায় পাশে না দাঁড়িয়ে বিহারের বাসিন্দা ওই যুবক মেয়েটির জীবন থেকে পালিয়ে যায়। জীবন ক্রমশ কঠিন হচ্ছে বুঝেও মেয়েটি লড়াইয়ে হাল ছাড়েনি। ৩০ আগস্ট মেয়েটিকে শিলিগুড়ির এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই সন্তানের জন্ম। ১ সেপ্টেম্বর জয়গাঁয় ফিরে আসা।

কিন্তু জীবন তখনও বেশ কঠিন। জন্ডিস ধরা পড়ায় শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে বলে চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন। শুনেই বুক কাঁপে যুবতীর, লোকলজ্জা যে বড্ড ভয়ের। মুশকিল আসান হিসাবে ওই দম্পতিই পরিচারিকার পাশে দাঁড়ান। যুবতী নিজের শিশুকে গৃহকর্ত্রীর হাতে তুলে দেন। জয়গাঁর পাশাপাশি ওই মহিলার আলিপুরদুয়ারেও একটি বাড়ি রয়েছে। এই সুবাদেই তিনি ৪ সেপ্টেম্বর শিশুটিকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন।

কিন্তু জীবন তখনও বেশ কঠিন। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখাতে না পারায় ওই মহিলা যে শিশুটির সাজানো মা তা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বুঝতে দেরি হয়নি। হাসপাতালের নিয়ম অনুযায়ী চাইল্ডলাইনকে খবর দেওয়া হয়। এই সূত্রেই সিডব্লিউসি শিশুটির দায়িত্ব পায়। এদিকে শিশুর জন্য মা ব্যাকুল। শেষমেশ লোকলজ্জার ভয়কে দূরে সরিয়ে হাসপাতালে ছুটে যাওয়া। কিন্তু ততক্ষণে অনেকটাই দেরি হয়ে গিয়েছে। সন্তানকে ফিরে পেতে আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে বলে কর্তৃপক্ষ তাঁকে জানিয়ে দেয়।

জীবন অবশ্য এখন অতটা কঠিন নয়। সমস্তটা বুঝে সবাই সন্তানকে তার মায়ের কোলে ফেরাতে চেষ্টা চালাচ্ছেন। সিডব্লিউসি'র অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা জিতু মাহাতো বলছেন, 'এসব ক্ষেত্রে ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিট পুরো বিষয়টির তদন্ত করে রিপোর্ট দেয়। এজন্য ১৫ দিন সময় লাগে। সব ঠিক আছে বলে যদি রিপোর্টে দেখা যায়, শিশুকে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।' আলিপুরদুয়ারের বিশিষ্ট সমাজকর্মী রাতুল বিশ্বাস বলেছেন, 'আর পাঁচটি সমস্যার মতো না দেখে দ্রুত এই সমস্যা মেটাতে প্রশাসন উদ্যোগী হলে ওই মায়ের মমত্ব পূর্ণতা পাবে।'

উত্তরের পাঁচ মেডিকেল পরিদর্শনে আসছেন উপাচার্য

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের নজরে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি মেডিকেল কলেজ। তাই ওয়েস্টবেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেস-এর উপাচার্য সুহৃতা পাল ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন শুরু করবেন। পরিকাঠামোগত নানা খুঁটিনাটির পাশাপাশি এই কলেজগুলিতে শিক্ষার বিষয়টিও তিনি খুঁটিয়ে দেখবেন। ২০২২-'২৩ শিক্ষাবর্ষে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে পড়ুয়া ভর্তির বিষয়টিকে সামনে রেখে তৎপরতা শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তাই তাঁর জলপাইগুড়িতে আসা যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বাস্থ্য দপ্তর মনে করছে।

জনস্বাস্থ্য বিভাগের উত্তরবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ডাঃ সুশান্ত রায় বলেন, 'ওয়েস্টবেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেস-এর উপাচার্য ৩ অক্টোবর জলপাইগুড়িতে আসবেন। এখানে কোথায় কীভাবে মেডিকেল কলেজ চালু করা হবে তা তিনি খুঁটিয়ে দেখবেন।'

ওয়েস্টবেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেস সূত্রে খবর, উপাচার্য ৩০ সেপ্টেম্বর সড়কপথে কলকাতা থেকে মালদা আসবেন। সেদিন দুপুর ২টা নাগাদ মালদা মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন করেবেন। পরিদর্শন শেষে ওই দিন বিকেলে সড়কপথে রায়গঞ্জে আসবেন। রায়গঞ্জে রাত্রিবাস করে পরদিন ১ অক্টোবর সকাল ১০টায় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শন করেবেন। ওইদিন রাতেই তিনি রায়গঞ্জ থেকে জলপাইগুড়ি আসবেন। রাতে জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউসে থেকে পরদিন ২ অক্টোবর সকালে সড়কপথে কোচবিহার যাবেন। ওইদিন বেলা ১১টায় কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শন করে আবার জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউসে ফিরে এসে রাত্রিবাস করবেন। পরদিন ৩ অক্টোবর সকাল ১০টায় উপাচার্য জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের জন্য প্রস্তাবিত অস্থায়ী জায়গা ও স্থায়ী জায়গা পরিদর্শন করবেন। এদিন জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউসে রাত্রিবাস করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শনে পরদিন ৪ অক্টোবর সকালে শিলিগুড়ি যাবেন। সেদিন বিকেলে শিলিগুড়ি থেকে সড়কপথে রওনা হয়ে রাতে মালদা পৌঁছাবেন। সেখানে রাত্রিবাস করে পরদিন সকালে উপাচার্য মালদা থেকে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেবেন।

যেদিন যেখানে

- উপাচার্য ৩০ সেপ্টেম্বর সড়কপথে কলকাতা থেকে মালদা আসবেন
- সেদিন দুপুর ২টা নাগাদ মালদা মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন
- ১-৪ অক্টোবর যাবেন রায়গঞ্জ, এমজেএন, জলপাইগুড়ি ও উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে

উপাচার্যের উত্তরবঙ্গের এই সফরসূচিতে জলপাইগুড়িতে আসা যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ বলে স্বাস্থ্য দপ্তর মনে করছে। সরকার থেকে জলপাইগুড়িতে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বিষয়ে ঘোষণার পর অস্থায়ী পরিকাঠামোতে কোথায় কীভাবে তা চালু হবে তা নিয়ে বেশ কয়েক দফায় স্বাস্থ্য ভবনের টিম পরিদর্শন করে গিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে কোথায় ক্লাসঘর হবে, ল্যাবরেটরি কোথায় হবে, ছাত্রাবাস কোথায় হবে তা ইতিমধ্যেই চিহ্নিতকরণের কাজ শেষ হয়েছে।

একইভাবে অস্থায়ী পরিকাঠামোতে কোথায় কী রদবদল হবে তাও স্বাস্থ্য আধিকারিকরা পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে পরিদর্শন করেছেন। উপাচার্য যেহেতু মেডিকেল কলেজগুলির ছাত্র ভর্তি এবং পড়াশোনার বিষয়টি মূলত দেখেন সেক্ষেত্রে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে ছাত্র ভর্তির আগে তাঁর পরিদর্শন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনের সুবিধার্থে যদি পরিকাঠামোগত রদবদলের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে উপাচার্য কোনও নির্দেশ দিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে।

জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালের গেটে সম্প্রতি জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের জন্য ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিল (এনএমসি)-এর অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া শুক্রবার সম্পন্ন হয়েছে। উপাচার্যের পরিদর্শনের পরই এনএমসি'র টিম জলপাইগুড়ি আসতে পারে বলে স্বাস্থ্য আধিকারিকরা মনে করছেন।

ভারতের শেষ প্রান্ত। তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমের কাছে পামবাম দ্বীপের ধনুষ্কোডি। ১৯৬৪ সালের সাইক্লোনে বসতিশূন্য হয়ে গিয়েছিল এই ধনুষ্কোডি গ্রাম। বর্তমানে এই এলাকাতেই ছুটে আসেন দেশ-বিদেশের পর্যটকরা। -এএফপি

সেবকে দ্বিতীয় সেতুর দাবিতে সাইকেল র‍্যালি

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : রাজনীতিকে দূরে সরিয়ে ডুয়ার্সের সঙ্গে শিলিগুড়ির সড়ক যোগাযোগ উন্নত করতে সেবকে দ্বিতীয় সড়কসেতুর দাবিতে অভিনব উদ্যোগ নিল ডুয়ার্স ফোরাম ফর সোশ্যাল রিফর্মস। আগামী ২ অক্টোবর গান্ধিজির জন্মদিনে শিলিগুড়ি এবং মালবাজার থেকে সাইকেল র‍্যালি করে সেবকে মিলিত হয়ে দাবি আদায়ের জন্য মানববন্ধন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

সংগঠনের সম্পাদক চন্দন রায় শনিবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'করোনেশন সেতু অনেকটাই দুর্বল হয়েছে। ওই সেতু দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে যে কোনও দিন বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সেই জন্য দ্রুত সেবকে দ্বিতীয় সেতু তৈরি করা প্রয়োজন। কিন্তু সেতু তৈরির জন্য তদ্বির না করে রাজনীতিই বেশি হচ্ছে। রাজনীতিকরা রাজনীতি করুন আপত্তি নেই, কিন্তু দ্রুত সেতু তৈরি হোক। আমরা এটাই চাই।' পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ অফিসার (ডিভিশন-৯) রাজেশ সিনহা বলেছেন, 'সেবকের দ্বিতীয় সেতু তৈরির জন্য অ্যালাইনমেন্টের কাজ হয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই ডিপিআর তৈরির জন্য এজেন্সি নিয়োগ করা হবে।'

নিয়ম অনুযায়ী পূর্ত দপ্তরের হাতে সেবক হয়ে ডুয়ার্সের সঙ্গে যোগাযোগকারী রাস্তাটির তদারকির দায়িত্ব রয়েছে। রাস্তা তৈরি, মেরামত সহ সমস্ত ক্ষেত্রেই আর্থিক বরাদ্দ দেয় কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক। প্রথমে ঠিক হয়েছিল, বর্তমান রেলসেতুর পাশ দিয়ে সড়ক সেতু তৈরি হবে।

> “সেবকের দ্বিতীয় সেতু তৈরির জন্য অ্যালাইনমেন্টের কাজ হয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই ডিপিআর তৈরির জন্য এজেন্সি নিয়োগ করা হবে।
>
> -রাজেশ সিনহা
> *এগজিকিউটিভ অফিসার, পূর্ত দপ্তর (ডিভিশন-৯)*

যেটি মংপং বনবাংলোর পিছন দিয়ে গিয়ে বনাঞ্চলের অনেকটাই ভিতর দিয়ে ডুয়ার্সের রাস্তার সঙ্গে মিলবে। কিন্তু বনাঞ্চল কেটে সেতু তৈরিতে ছাড়পত্র পাওয়া যায়নি। এর পরেই ঠিক হয়, সেবক বাজারের একটি পেট্রোল পাম্পের পাশ দিয়ে গিয়ে এলেনবাড়ি চেকপোস্টের কাছে জাতীয় সড়কে মিলবে। এর ফলে শিলিগুড়ির সঙ্গে ডুয়ার্সের সড়কপথে দূরত্ব অন্তত ১৫ কিলোমিটার কমবে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, কবে নাগাদ এই সেতুর বাস্তবায়ন হবে? সম্প্রতি জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছিলেন, সেবকে দ্বিতীয় সেতুর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। আর তাতেই উৎফুল্ল হয় তরাই-ডুয়ার্স। কিন্তু পরবর্তীতে পূর্ত দপ্তর জানিয়ে দেয়, আর্থিক বরাদ্দ দূরের কথা, সেবকে দ্বিতীয় সেতুর ডিপিআরই তৈরি হয়নি। ফলে হতাশ বিভিন্ন মহল।

ডুয়ার্স ফোরাম ফর সোশ্যাল রিফর্মসের সম্পাদক চন্দন রায় বলেন, 'দ্রুত সেতু নির্মাণের দাবিতে আগামী ২ অক্টোবর শিলিগুড়ি সাইক্লিং কমিউনিটির যৌথ উদ্যোগে শিলিগুড়ির কোর্ট মোড় থেকে একটি সাইকেল র‍্যালি সেবকের দিকে যাবে। অন্যদিকে, মালবাজার থেকে একইভাবে অপর একটি সাইকেল র‍্যালি সেবকে আসবে। দুটি র‍্যালিই সেবকে মিলিত হয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে দ্রুত সেতু তৈরির দাবি জানাবে।'

সফল অস্ত্রোপচার

নিউজ ব্যুরো

২৫ সেপ্টেম্বর : গত এক বছর ধরে অসহ্য ব্যথা এবং অসাড় অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন ৭২ বছরের রানিবালা দাস। মেডিকা নর্থবেঙ্গল ক্লিনিকে চিকিৎসার জন্য আসেন তিনি। সেখানে ট্রমা অ্যান্ড জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট কনসালটেন্ট ডাঃ প্রতীক আগরওয়ালের তত্ত্বাবধানে তাঁর শারীরিক পরীক্ষায় অস্টিওআরথাইটিস ধরা পড়ে।

তাঁকে টোটাল 'নি রিপ্লেসমেন্ট'-এর পরামর্শ দেন ডাঃ আগরওয়াল। তিনিই এই অস্ত্রোপচারের পুরো ছক তৈরি করে চিকিৎসা শুরু করেন। অস্ত্রোপচারের পরের দিন থেকেই রানিবালাদেবী চলাচল করতে শুরু করেন। বর্তমানে তিনি পুরোপুরি সুস্থ এবং দৈনন্দিন জীবনযাপনে কোনও সমস্যা হচ্ছে না তাঁর।

এই অস্ত্রোপচার হাঁটুর ব্যথায় কাবু হয়ে যাওয়া রোগীদের জন্য ভীষণ উপযোগী। মধ্যবিত্তের সাধ্যের মধ্যেই এই উন্নতমানের অস্ত্রোপচার করেন ডাঃ প্রতীক আগরওয়াল।

ল্যাজেগোবরে পুরনিগম

প্রথম পাতার পর

দায়িত্বে আসার পরপরই কয়েক কোটি টাকা খরচে পুরনিগমের ভবনটি ঝাঁ চকচকে করে তোলায় মানুষের প্রত্যাশা আরও বেড়ে যায়। কিন্তু সেই প্রত্যাশা আর মিটল কই!

শনিবার শ্রবণনগরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে গীতা পাসোয়ান বলছিলেন, 'দুর্গন্ধে এলাকায় টেকা যায় না। প্রতিদিন এই যন্ত্রণা নিয়েই আমাদের চলতে হয়। কোনও কোনও দিন দুপুরের পরে গাড়ি এসে জঞ্জাল তুলে নিয়ে যায়, আবার টানা দু'তিনদিন আসেই না।'

মিলনপল্লির পিঅ্যান্ডটি আবাসনের পাশের রাস্তাতেও প্রতিদিনই জঞ্জাল জমতে জমতে সেখানে মাছি-মশার আঁতুড়। বিবেকানন্দ রোড, ৬ নম্বর ওয়ার্ডের এমএন সরকার রোড এবং বর্ধমান রোডের সংযোগস্থল, শক্তিগড় গার্লস স্কুলের সামনে, ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের বুক চিরে যাওয়া ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে দিনের পর দিন জঞ্জাল পড়ে থাকে। কোনও কোনও জায়গা থেকে আবার দুপুরের পর রাস্তাজুড়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে পুরনিগম জঞ্জাল তোলে। ফলে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় দীর্ঘ যানজট।

প্রতিটি গাড়িতে জঞ্জাল তুলে তা ঢেকে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে নিয়ে যাওয়ার নিয়ম থাকলেও তাও মানা হচ্ছে না। ফলে গোটা রাস্তায় জঞ্জাল পড়তে পড়তে যায়। পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত বোর্ড সদস্য মানিক দের সাফাই, 'রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা প্রাকপুজো মেরামতির কাজ করছে। প্রচুর গাছের ডাল কাটা হচ্ছে। সেগুলি সরাতে হচ্ছে। এই কাজ করতে গিয়ে হয়তো বিভিন্ন ওয়ার্ডে জঞ্জাল অপসারণে সমস্যা হচ্ছে। দ্রুত সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চলছে।'

পাঁচ মাসে পানীয় জলের সমস্যাও মেটেনি। বরং সমস্যা বেড়েছে। প্রতিদিন দু'বেলা জল আসা এবং নিয়ম মেনে ঘণ্টা দুয়েক পরিষেবা এখন কল্পনার বাইরে। কখন জল আসবে, কতক্ষণ থাকবে তা অনিশ্চিত। পানীয় জল বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত বোর্ড সদস্য অলোক চক্রবর্তী জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর (পিএইচই)-কে দেখিয়ে নিজের দায় এড়িয়েছেন। তিনি বলেন, 'পানীয় জলের বিষয়টি পিএইচই দেখে। তবুও জলের সমস্যা অনেকটাই মিটেছে। কোথাও সমস্যা হলে দ্রুত মেটানোর চেষ্টা করছি।'

জঞ্জাল, পানীয় জল না হয় দীর্ঘদিনের সমস্যা। কিন্তু ভ্যাকসিনেশন? শহরের মানুষকে ভ্যাকসিনের জন্য রাতের পর রাত জাগতে হচ্ছে কেন? রাজ্যের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি শিলিগুড়ি মহকুমার গ্রামাঞ্চলেও বাড়ি বাড়ি স্বাস্থ্যকর্মীদের পাঠিয়ে ভ্যাকসিনের কুপন দেওয়া হলেও পুরনিগমে তা করা হয় না। বরং টিকাকরণ কেন্দ্রগুলি শাসকদলের নেতাদের দখলে রয়েছে বলে অভিযোগ। বারবার এই অভিযোগ ওঠার পরেও পুরনিগমের ঘুম ভাঙেনি। ফলে মানুষকে ভ্যাকসিনের জন্য হয় তৃণমূল নেতাদের তোষামোদ করতে হচ্ছে, নয়তো রাত জেগে ভ্যাকসিনেশন সেন্টারের বাইরে লাইন দিতে হচ্ছে।

গলায় তার পেঁচিয়ে স্বামীকে খুন

বুনিয়াদপুর, ২৫ সেপ্টেম্বর : এক আদিবাসীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন তন্ত্রসাধনায় পারদর্শী স্ত্রী। তাতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন স্বামী। পথের কাঁটা সরাতে শেষ পর্যন্ত স্বামীকে খুন করলেন স্ত্রী। তেমনটাই দাবি মৃতের পরিবারের পাশাপাশি গ্রামবাসীদেরও। এই ঘটনা ঘিরে শনিবার তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বংশীহারী ব্লকের এলাহাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের চেরাগীপাড়া সাধুহার গ্রামে। মৃতের নাম অনুপ সরকার (৫২)।

বংশীহারী থানার পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, গলায় কেবল তার পেঁচানো অবস্থায় অনুপবাবুকে স্থানীয়

গ্রেপ্তার তান্ত্রিক স্ত্রী

রশিদপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় শনিবার সকালে মৃতের স্ত্রী কাঞ্চন সরকার ও এক প্রতিবেশী অপু প্রামাণিককে আটক করা হয়েছে।

এদিন সকালে সাধুহার গ্রামের বাসিন্দারা নিজেদের বাড়ির সামনে রক্তাক্ত অনুপবাবুকে পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁর গলায় কেবল তার পেঁচানো ছিল। খবর যায় বংশীহারী থানায়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশকর্মীরাই তড়িঘড়ি অনুপবাবুকে হাসপাতালে নিয়ে যান। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, অবৈধ প্রেমের জেরে অনুপবাবুকে খুন হতে হয়েছে। এই ঘটনায় অভিযোগের তির রিমেল টুডু নামে এক ব্যক্তির দিকে। যতদূর জানা গিয়েছে, সেই ব্যক্তির বাড়ি পোড়খা গ্রামে। তবে গ্রামটি পশ্চিমবঙ্গে, নাকি ঝাড়খণ্ডে তা সঠিকভাবে এখনও জানা যায়নি।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, কয়েক বছর ধরে কাঞ্চনের সঙ্গে অনুপ সরকারের বনিবনা ছিল না। পারিবারিক বিবাদের জেরে অনুপবাবুকে কয়েক মাস জেলও খাটতে হয়। এর পিছনে কাঞ্চনের মদত ছিল বলেও অভিযোগ। সম্পর্কের এই টালমাটাল অবস্থাতেই কাঞ্চনের সঙ্গে রিমেল টুডু নামে এক আদিবাসীর পরিচয় হয়। দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গ্রামবাসীদের অনুমান, নতুন এই সম্পর্কে কাঞ্চনের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর স্বামী। সেকারণেই পরিকল্পিতভাবে তাঁকে খুন করা হয়েছে।

বংশীহারী থানার আইসি মনোজিত সরকার বলেন, 'একটি খুনের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। আমরা ইতিমধ্যে দুজনকে আটক করেছি। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। গোটা ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।'

সংক্রামিত ৯০

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো, ২৫ সেপ্টেম্বর : শনিবার উত্তরের বেশ কয়েকটি জেলা মিলিয়ে আরও ৯০ জনের করোনা সংক্রমণের বিষয়টি সামনে আসে। সংক্রামিত একজন শিলিগুড়িতে মারা যান। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, কোচবিহারের আরও ২০, আলিপুরদুয়ারের ৬, জলপাইগুড়ির ৩৭, শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকার ২১ এবং দার্জিলিং জেলার ২৭ জন করোনা ভাইরাসের কবলে পড়েছেন। শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে সিংমারির বাসিন্দা শান্তিদেবী গুরুং (৭৪) এদিন মারা যান।

বাংলাদেশি ধৃত

প্রথম পাতার পর

বাহারুলের কাছ থেকে একাধিক ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেট উদ্ধার করেছে পুলিশ। সেগুলির তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শিলিগুড়ি থেকে যে গাড়িতে মেখলিগঞ্জ গিয়েছিলেন বাহারুল সেই গাড়ির চালক, হোটেল মালিককেও জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে পুলিশ। বাহারুলের ব্যাংকের লেনদেনের তথ্যও খতিয়ে দেখছেন পুলিশকর্তারা। শিলিগুড়িতে আসার পর কাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, কোথায় গিয়েছিলেন সব যাচাই করা হচ্ছে। গুয়াহাটিতে কেন গিয়েছিলেন ওই বাংলাদেশি সেটাও জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

সোহেল রানার সঙ্গে কী সম্পর্ক বাহারুলের, তা অবশ্য এখনও জানা যায়নি। এমন কোন গোপন বার্তা সোহেলের কাছে পৌঁছে দিতে চাইছেন ওই বাংলাদেশি, যার জন্য দুই সপ্তাহ ধরে শিলিগুড়িতে ঘাঁটি করে আছেন, সেই রহস্যও এখনও উদ্ধার হয়নি। আর্থিক প্রতারণায় যুক্ত সোহেলের কোনও শাগরেদ কি তবে উত্তরবঙ্গ বা রাজ্যের কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে, এই প্রশ্নই এখন ভাবাচ্ছে পুলিশকে। সোহেলকে ভারতে প্রবেশে সাহায্যকারী মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা সুবোধ রায়কে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তার সঙ্গে বাহারুলের যোগাযোগ ছিল কি না সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বাহারুলের ফোন কলের রেকর্ড বের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আবহাওয়া

রবিবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩৩.০	২৭.০
শিলিগুড়ি	৩৬.০	২৫.০
জলপাইগুড়ি	৩৫.০	২৫.০
কোচবিহার	৩৬.০	২৬.০
আলিপুরদুয়ার	৩৬.০	২৬.০
মালদা	৩৫.০	২৬.০
রায়গঞ্জ	৩৫.০	২৬.০
গ্যাংটক	২৮.০	১৭.০

বৈঠক

তুফানগঞ্জ, ২৫ সেপ্টেম্বর : টোটো ও অটোচালকদের পুজোর চাঁদার বিষয়ে ছাড়পত্র দেওয়া নিয়ে বৈঠক হল। শনিবার বিকেলে তৃণমূলের তুফানগঞ্জ-১ ব্লক কার্যালয়ে বৈঠকটি হয়। আইএনটিটিইউসির তুফানগঞ্জ মহকুমা যুগ্ম কনভেনার সরোজকুমার পঞ্চানন বলেন, 'আমরা চালকদের ছাড়পত্র দেব। ছাড়পত্র থাকলে তাঁদের আলাদা করে চাঁদা দিতে হবে না।'

দিলীপ-সুকান্তের শলা

জলপাইগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : ওঁরা দুজনেই আরএসএস-এর ঘরের ছেলে। সেই ঘরে এখন ডামাডোল। তা সামাল দিতে ওঁরা দুজনেই তৎপর।

বিজেপির সদ্য প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি এবং বর্তমান সভাপতি, দিলীপ ঘোষ ও সুকান্ত মজুমদার, দুজনেই আরএসএস করে উঠে এসেছেন। তিনি সভাপতি থাকাকালীন দলের সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে সুব্রত চট্টোপাধ্যায়কে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি দিলীপ মেনে নিতে পারেননি। সুব্রতকে সরাতে আরএসএস-এর প্রবীণ নেতা প্রদীপ যোশি, অরবিন্দ মেনন, কিশোর বর্মনরা মূল ভূমিকা নিয়েছিলেন। ফের যাতে এ ধরনের কোনও ঘটনা না ঘটে সেজন্য দিলীপ সুকান্তের সঙ্গে কথা বলেছেন। আরএসএস থেকে নবীন নেতাদের তুলে এনে সংগঠনের কাজে বেশি বেশি করে ব্যবহারে দিলীপ প্রস্তাব দিয়েছেন। সূত্রের খবর, প্রাক্তনের প্রস্তাবে বর্তমান সভাপতি সায় দিয়েছেন।

সুকান্ত মজুমদার ১ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ সহ রাজ্যের সমস্ত জেলায় বাছাই করা কর্মী এবং নেতাদের নিয়ে বৈঠক করবেন। বৈঠকে যোগ দিতে জলপাইগুড়ির সদ্য প্রাক্তন সভাপতি, প্রাক্তন তিন সাধারণ সম্পাদক, সাংসদরা, জেলা থেকে ন্যাশনাল কাউন্সিলের সদস্য, বিজেপির মহিলা মোর্চা এবং যুব মোর্চা সভাপতিদের আহ্বান জানানো হয়েছে। দলীয় সভাপতি হিসাবে ওই বৈঠকে সুকান্তকে সংবর্ধনাও জানানো হবে।

স্মারকলিপি

জলপাইগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : আসন সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি আবেদনকারী সব ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি নেওয়ার দাবিতে আন্দোলন শুরু করল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। আবেদন করার পরেও ভর্তি হতে না পারা ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শনিবার জলপাইগুড়ির আনন্দ চন্দ্র কলেজের ভেতরেই অবস্থান আন্দোলন করা হয় সংগঠনের তরফে। এরপর সংগঠনের তরফে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ভর্তির দাবিতে কলেজ অধ্যক্ষের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের ছাত্রনেতা মণীশ চন্দ বলেন, 'কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করার পরেও এখনও এক হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারেননি। আসন বাড়ানোর দাবি আগেও কলেজের অধ্যক্ষকে বলা হয়েছে। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।'

শা'র সভায় মমতা নয়

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর : রবিবার ১০টি মাও অধ্যুষিত রাজ্য নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করতে চলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। যে ১০টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের এই বৈঠকে আমন্ত্রণ অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সেগুলি হল বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, কেরল, মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ। সূত্র অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামীকাল অমিত শা'র ডাকা এই বৈঠকে অংশ নেবেন না বলে জানিয়েছেন। তাঁর হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন রাজ্যের মুখ্যসচিব ও রাজ্য পুলিশের ডিআইজি।

প্রতিবছর দেশের এই ১০টি প্রধান নকশাল অধ্যুষিত রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের গতিবিধি, কার্যকলাপ, নাশকতা ইত্যাদি নিয়ে পর্যালোচনা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। গত বছর কোভিডের জন্য এই বৈঠক হয়নি।

নিরাপত্তা নিয়েও চিন্তা

প্রথম পাতার পর

রেকর্ড রুমে কয়েক বছর আগে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাও ঘটেছিল। রাতে আদালত চত্বরে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই। যে কেউ যে কোনও গেট দিয়ে অনায়াসে ঢুকে যেতে পারবে। এমন পরিস্থিতিতে রেকর্ড রুমে কোনও ক্ষতি হলে বহু মানুষ বিচারব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত হবেন বলেই আইনজীবীদের বক্তব্য।

বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ইউসুফ আলি বলেন, 'দিল্লির মতো ঘটনা এখানে কেউ ঘটাতে চাইলে বিনা বাধায় করতে পারবে। এখানে নিরাপত্তার কোনও ব্যবস্থা নেই। অন্তত কেউ যাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঢুকতে না পারে সেটা দেখার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। নতুন আদালত ভবন হওয়ার কথা রয়েছে। সেটা সম্পূর্ণ হলে আদালতের নিরাপত্তা ঢেলে সাজবে। ভবন তৈরির প্রক্রিয়া চলছে। যতদিন নতুন ভবন হচ্ছে না, ততদিন অস্থায়ী ব্যবস্থা প্রয়োজন।'

এমনিতে সন্ধ্যার পর শিলিগুড়ি আদালত চত্বরটি সমাজবিরোধীদের নেশার জায়গায় পরিণত হয়। শনিবার আদালত চত্বর ঘুরে দেখা গেল, যত্রতত্র খালি মদের বোতল পড়ে রয়েছে। বছরদুয়েক আগে শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের ঘরের তালা ভেঙে দুষ্কৃতীরা টিভি, ফ্যান সহ বেশ কিছু সামগ্রী চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। শিলিগুড়ি আদালতের আইনজীবী সুতীর্থ রাহা বলেন, 'নেশা করার জন্য রাতে আদালত চত্বর ব্যবহার করা হচ্ছে। এই সমাজবিরোধীরা কোনও দুষ্কৃতীমূলক কাজ করলে তার দায়িত্ব কে নেবে? পুলিশের উচিত আদালতের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা।'